বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়
কমিটি শাখা-১৭

নথি নং ১১.০০.০০০০.৭১৭.৫২.০১৪.১৯.১৭

তারিখ : ২২ ফাল্গুন, ১৪২৫ ব.
০৬ মার্চ, ২০১৯ খ্রি.

বিষয় : নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির প্রথম বৈঠকের কার্যবিবরণী প্রেরণ প্রসঙ্গে।

একাদশ জাতীয় সংসদের নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির প্রথম বৈঠক গত ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ খ্রি./ ০৮ ফাল্গুন, ১৪২৫ ব., তারিখ রোজ বুধবার, সকাল ১০:৩০ ঘটিকায় জাতীয় সংসদ ভবনের পশ্চিম ব্লকের দ্বিতীয় লেভেলে অবস্থিত কেবিনেট কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকের কার্যবিবরণী আপনার সদয় অবগতির জন্য আদিষ্ট হয়ে এতদ্‌সংগে প্রেরণ করা হলো।

(এস.এম.আলমগীর)
সহকারী সচিব
কমিটি শাখা-১৭
ফোন: ৯১৩৩৪৪০।

কার্যার্থে:

১. সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম।
৩. চেয়ারম্যান, মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, বাগেরহাট।
৪. চেয়ারম্যান, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ, আলামিন মিলিনিয়াম টাওয়ার, লেভেল-৭, ৭৫/৭৬ কাকরাইল, ঢাকা।
৫. চেয়ারম্যান, স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ, কাওরান বাজার, ঢাকা।
৬. চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
৭. চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিসি, ৫ দিলকুশা, ঢাকা।
৮. মহা-পরিচালক, নৌ-পরিবহন অধিদপ্তর, ১৪১-১৪৩, মতিঝিল, ঢাকা।
৯. কাউন্সিল অফিসার, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

চেয়ারম্যান কমডোর এম মাহবুব-উন ইসলাম, বিআইডব্লিউটিসি'র চেয়াম্যান জনাব প্রণয়কান্তি বিশ্বাসসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

৪। কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের যুগ্ম-সচিব (এসএসসি) ও কমিটি সচিব জনাব কল্লোল কুমার চক্রবর্তী, উপ-পরিচালক (রিপোর্টিং) ড.দয়াল চাঁন মণ্ডল, সহকারী সচিব জনাব মোঃ আসিফ হাসান কমিটি শাখা-১১ এর কর্মকর্তা এবং সহকারী পরিচালক (গণ-সংযোগ) এর জনাব মোঃ সাব্বির মাহমুদসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

৫। বৈঠকের আলোচ্যসূচি নিম্নরূপ:

(ক) নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের এর অধীনস্থ নিম্নোক্ত সংস্থাগুলোর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে স্থায়ী কমিটিকে অবহিত করণ:

১) চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, ২) মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, ৩) পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ, ৪) স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ, ৫) বিআইডব্লিউটিএ, ৬) বিআইডব্লিউটিসি, ৬) বিআইডব্লিউটিসি, ৭) নৌ-পরিবহন অধিদপ্তর।

(খ) বিবিধ।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে বৈঠকের কার্যক্রম শুরু করেন। শুরুতেই তিনি বলেন, একাদশ জাতীয় সংসদের অদ্য প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রথমে তিনি নিজের পরিচয় দিয়ে নব-নির্বাচিত মাননীয় সদস্যবৃন্দ এবং কর্মকর্তাগণকে নিজ নিজ পরিচয় জানাতে আহ্বান জানান। তিনি বলেন, দশম পার্লামেন্টে এই কমিটি সংসদীয় কমিটিগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক বৈঠক করেছে এবং বৈঠকগুলোর কার্যবিবরণী ০৫টি রিপোর্টের মাধ্যমে মহান সংসদে উপস্থাপন করা হয়েছে। এটি একটি রেকর্ড। সভাপতি তাঁর বক্তব্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা , ভাষাসৈনিকগণ এবং স্বাধীনতাযুদ্ধে জীবন উৎসর্গকারী মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জানান। এরপর তাঁদের রুহের মাঘফেরাত কামনা করে এক মিনিট নিরবতা পালন শেষে সভাপতি নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের এর অধীনস্থ নিম্নোক্ত সংস্থাগুলোর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে স্থায়ী কমিটিকে অবহিত করার আহ্বান জানান।

৬। আলোচ্যসূচি-ক (১) চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃক্ষ এর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবহিতকরণ;

৬.১। সভাপতির আহ্বানে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান কমডোর জুলফিকার আজিজ প্রথমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর চট্টগ্রাম বন্দর পরিদর্শন এবং বন্দরের কর্মকান্ডের একটি ভিডিও ক্লীপ দেখান। এরপর তিনি বৈঠকে পেশকৃত কার্যপত্রের আলোকে চট্টগ্রাম বন্দর গঠন সীমানা, জেটির সংখ্য, যন্ত্রপাতির পরিমাণ ও বাস্তবায়ন অগ্রগতিসহ চট্টগ্রাম বন্দরের গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প, ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা, সাম্প্রতিক অর্জন সম্পর্কে কমিটিকে অবহিত করেন এবং মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে তা উপস্থাপন করেন। এ সময় তিনি উক্ত প্রকল্পসমূহের নাম, প্রকল্প ব্যয়, সাম্প্রতিক অর্জন, গৃহীত প্রক্ষেপন, কার্যক্রমের বর্তমান অবস্থা এবং প্রকল্প সমাপ্তির সম্ভাব্য সময় উল্লেখ

করেন। তিনি বলেন, নিউমুরিং কন্টেইনার টার্মিনাল (এনসিটি) এর ১০টি গ্যান্ট্রিক্রেন এর মধ্যে ৪টি ইতোমধ্যে চলে এসেছে। অবশিষ্ট ৬টি গ্যান্ট্রিক্রেন আগামী এপ্রিল ২০১৯ এর মধ্যে চট্টগ্রাম বন্দরের ইক্যুইপমেন্ট ফ্লিট এ যুক্ত হবে মর্মে আশা করা যায়। প্রস্তাবিত বে-টার্মিনাল দুইটি পর্যায়ে নির্মাণ করা হবে। বন্দরের কন্টেইনার, কার্গো হ্যান্ডলিং দ্বিগুণসহ সকল ক্ষেত্রে সক্ষমতা এবং আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। বন্দরের জেটি, ইয়ার্ডসহ সীমানা বৃদ্ধির কাজ চলছে। এ সময় তিনি প্রস্তাবিত পতেঙ্গা কন্টেইনার, লালদিয়া মাল্টিপারপাস টার্মিনালসহ নতুন কন্টেইনার টার্মিনাল এবং মাতারবাড়ি পোর্ট নির্মাণ প্রজেক্ট এর অবস্থান দেখান। ২০২৪ সালে এ পোর্ট চালু করা যাবে এবং ১৪ মিটার ড্রাফ্টের জাহাজ আনা সম্ভব হবে। তিনি আরও বলেন, ২০২৫ সালকে সামনে রেখে বন্দরকে আধুনিক বন্দরে রূপান্তরের লক্ষ্যে বন্দরের মাষ্টারপ্ল্যান, ভিটিএমআইএসসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে সুপারিশ প্রদানের জন্য কমিটি কর্তৃক বিশ্বের বিভিন্ন আধুনিক ও উন্নত বন্দরসমূহ পরিদর্শনের আহ্বান জানান। এছাড়া গত সংসদে কমিটি কর্তৃক চট্টগ্রাম বন্দরের উন্নয়ন প্রকল্পগুলো পরিদর্শনের যে সিদ্ধান্ত ছিল তা সম্ভব হয়ে উঠেনি। বর্তমান সংসদীয় কমিটি কর্তৃক উক্ত পরিদর্শন করার জন্য তিনি প্রস্তাব করেন। চট্টগ্রাম বন্দরের প্রকল্পগুলো চালু করা গেলে চট্টগ্রাম বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। দেশের অর্থনীতিতে এই বন্দর আরও ভূমিকা রাখতে পারবে এবং SDG অর্জনসহ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

৭। আলোচ্যসূচি-ক (২) মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ এর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবহিতকরণ:

৭.১। সভাপতির আহ্বানে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান কমডোর ফারুক হাসান পেশকৃত কার্যপত্র থেকে মোংলা বন্দরের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প এবং ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে কমিটিকে অবহিত করেন এবং মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে তা উপস্থাপন করেন। এ সময় তিনি প্রথমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এর প্রতিশ্রুতি এবং দিক-নির্দেশনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি কমিটিকে অবহিত করেন। পরবর্তীতে বন্দরের জেটি ফ্যাসিলিটি এবং কন্টেইনার, কার্গো ও জাহাজ হ্যান্ডলিং এর তথ্যসহ বন্দরের চলমান উন্নয়ন প্রকল্প, অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন ভবিষ্যৎ প্রকল্প সম্পর্কে তথ্যসমূহ সংক্ষেপে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, বর্তমানে মোংলা বন্দরে আগত জাহাজের সংখ্যা, গাড়ী, কন্টেইনার, কার্গো, আমদানী-রপ্তানী অপারেশন হ্যান্ডলিংসহ সবকিছুই বেড়েছে এবং আয়ও বেড়েছে। মোংলা বন্দরকে আধুনিক বন্দরে রূপান্তর করতে আরও জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন পড়বে। বন্দরে চ্যানেল, জেটি, বার্থ, কার ও কন্টেইনার ইয়ার্ড, জাহাজ, কার্গো, জাহাজের ড্রাফ্ট এবং নেভিগেশন যথেষ্ট নয়। এগুলো বৃদ্ধি করতে হবে। ক্যাপিটাল ড্রেজিং, জেটি নির্মাণ, ভিটিএমআইএস, ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, টাগবোট, গারবেজ ম্যানেজমেন্ট স্থাপন, হুপার ড্রেজার সার্ভিস ভেসেল, অয়েল রিকোভারি ভেসেল, আবাসিক ভবন নির্মাণসহ বিভিন্ন

জলযান সংগ্রহ এবং বন্দরের মাস্টার-প্ল্যান তৈরীর পরিকল্পনা রয়েছে। সকলের সহযোগিতায় উল্লেখিত পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়ন করা গেলে মোংলা বন্দর একটি উন্নত বন্দরে পরিণত হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

৮। আলোচ্যসূচি-ক (৩) পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ এর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবহিতকরণ:

৮.১। পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান কমডোর জাহাঙ্গীর আলম পেশকৃত কার্যপত্রের আলোকে পায়রা বন্দরের গঠন, কার্যক্রম, বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে সংক্ষেপে কমিটিকে অবহিত করেন। এ সময় তিনি পায়রা বন্দরের সুপারিশমালা, স্বল্প, মধ্যে ও দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, চলমান ও প্রস্তাবিত ও দীর্ঘমেয়াদীসহ চলমান ও প্রস্তাবিত কার্যক্রমসহ বিভিন্ন কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি কমিটিতে তুলে ধরেন এবং মাল্টি-মিডিয়ার মাধ্যমে তা উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, গত নবম জাতীয় সংসদে ২০১৩ খ্রি. পায়রা বন্দর "আইন" সংসদে আসে এবং ২০১৬ খ্রি. এর কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে এই বন্দরের বয়স ৪ বছর এবং এটি একটি মেগা প্রকল্প। ২০১৮ খ্রি. এই বন্দরের ড্রেজিং কার্যক্রমকে ন্যাশনাল প্রায়োরিটি দেয় সরকার। তিনি আরও বলেন, পায়রা বন্দর চালুর ক্ষেত্রে কয়েকটি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হচ্ছে। এর মধ্যে জমি অধিগ্রহণ প্রধান। এরপরই ড্রেজিং এর স্থান। বর্তমানে ২,৫০০ একর অধিগ্রহণ, অফিসসহ বিভিন্ন ভবন, অবকাঠামো ও টার্মিনাল নির্মাণ, ক্যাপিটালড্রেজিং, জলযান ও যন্ত্রপাতি ক্রয়সহ বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হচ্ছে। তাছাড়া ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারকে পুনর্বাসন ও তাদের ৩টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। তাদের মোট ৮৩টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। রাবনাবাদ চ্যানেল ড্রেজিং এবং দেশে কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কয়লা হ্যান্ডলিং এর জন্য দ্বিতীয় টার্মিনাল খুব শ্রীঘ্রই নির্মাণ করা হবে। ২০২১ খিষ্টাব্দের মধ্যে পায়রা বন্দরের মধ্যমেয়াদী জরুরী প্রকল্পগুলো শেষ করা হবে এবং দেশের তৃতীয় সমুদ্র বন্দর চালু করা হবে। ২০২৫ খ্রি. এই বন্দরে ৩,৫০০ টিইউস হ্যান্ডলিং করা সম্ভব হবে। এ ব্যাপারে তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন এবং ইক্যুইপমেন্ট জোন নির্মাণ এবং পায়রা বন্দর পর্যন্ত রেলওয়ে সার্ভিস করার প্রস্তাব করেন।

৯। আলোচ্যসূচি-ক (৪) বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষের (বাস্থবক) এর কর্মকাণ্ড সর্ম্পকে অবহিতকরণ:

৯.১। সভাপতির অনুমতিক্রমে বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষের (বাস্থবক) চেয়ারম্যান জনাব তপন কুমার চক্রবর্তী পেশকৃত কার্যপত্র থেকে সংক্ষেপে তাঁর প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে কমিটিকে অবহিত করেন। এ সময় তিনি বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা, ভিশন, মিশন, আয়-ব্যয়, জনবল, কার্যাবলী, সমস্যা ও সমাধান এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ২০০১ খ্রি. ১৪ জনু বাংলাদেশ স্থল বন্দর প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে স্থল বন্দরের সংখ্যা ২৩টি। তন্মধ্যে ৭টি নিজেস্ব ব্যবস্থাপনায়, ৬টি বি.ও.টি ভিত্তিতে এবং অবশিষ্ট ১০টির উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বন্দরের আমদানি-রপ্তানি, আয়-ব্যয় ও সঞ্চয়সহ সকল কিছু বেড়েছে। এ অর্থ-বছরে ডিসেম্বর'২০১৮ খ্রি. পর্যন্ত সঞ্চয় দাঁড়িয়েছে ২ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা। গত অর্থ-বছরে আয় হয়েছিল

১৪৮ কোটি টাকা এবং এ অর্থ বছরে তা বেড়ে ১৬৮ কোটি টাকা হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এর নির্দেশনায় নব-নির্মিত বন্দরের স্থাপন করা হচ্ছে। বেনাপুল স্থলবন্দরে যাত্রী ছাউনি নির্মাণ করা হয়েছে। বন্দরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা মাথায় রেখে উন্নয়ন কাজ করা হবে । স্থল বন্দরগুলোকে আশু অটোমেশন ও আধুনিক করা হবে। বন্দরগুলোকে মোবাইল নেটওয়ার্ক সুলভ্য করার জন্য ব্রড-ব্রান্ড স্থাপন, যানজট নিরসন ও বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে বেনাপুল স্থলবন্দর বাইপাস সড়ক নির্মাণ করার জন্য তিনি প্রস্তাব করেন।

১০। <u>আলোচ্যসূচি-ক (৫)বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) এর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবহিতকরণ:</u>

১০.১। সভাপতির আহ্বানে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)'র চেয়ারম্যান কমডোর এম মাহবুব-উন ইসলাম পেশকৃত কার্যপত্র থেকে বিআইডব্লিউটিএ'র সংক্ষিপ্ত কার্যক্রম সম্পর্কে কমিটিকে অবহিত করেন এবং মাল্টি-মিডিয়ার মাধ্যমে তা উপস্থাপন করেন। এ সময় তিনি বিআইডব্লিউটিএ'র প্রতিষ্ঠা, ভিশন, মিশন, সাংগঠনিক কাঠামো, জনবল, চলমান উন্নয়ন প্রকল্প, অপেক্ষমান উন্নয়ন প্রকল্প এবং ভবিষ্যৎ প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদি সম্পর্কে অবহিত করেন। তিনি বলেন, ১৯৮৫ খ্রি. তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে এ প্রতিষ্ঠান গঠিত হয় এবং ১৯৭২ খ্রি. বিআইডব্লিউটি'এ নামকরণ করা হয়। এতে তিনি বিভিন্ন নদী ড্রেজিংসহ গৃহীত কর্মসূচি, মেয়াদকাল, খরচের পরিমাণ, অর্থায়নের উৎস এবং কার্যক্রমের বর্তমান অবস্থার বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, সৃষ্টিলগ্ন থেকে এ প্রতিষ্ঠান যাত্রী ও বিভিন্ন পণ্য পরিবহন করে আসছে। সময়ের বিবর্তনে বিআইডব্লিউটিএ'র কাজ এখন বেড়ে গেছে। এ ব্যাপারে বিভিন্ন নদী খনন, ৫০টি পন্টুন তৈরীসহ অনেক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে ২৪টি নদী খনন করা হচ্ছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন নদীর দখলমুক্ত, অবৈধ উচ্ছেদ, পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন, বনায়ন, ওয়াক-ওয়ে, সবুজ বেষ্টনি এবং ইকোপার্ক তৈরী করা হবে। এ সময় তিনি আদি বুড়িগঙ্গা নদী উদ্ধার, ঢাকা চারিপাশের উন্নয়নের চিত্র নমূণা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ এবং চলমান অভিযানের একটি ভিডিও ক্লিপ দেখান।

১১। <u>আলোচ্যসূচি-ক (৬) বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি) এর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবহিতকরণ:</u>

১১.১। সভাপতির আহ্বানে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি)'র চেয়ারম্যান জনাব প্রণয় কান্তি বিশ্বাস পেশকৃত কার্যপত্র থেকে বিআইডব্লিউটিসি'র সংক্ষিপ্ত কার্যক্রম কমিটিকে অবহিত করেন এবং মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে তা উপস্থাপন করেন। এ সময় তিনি বিআইডব্লিউটিসি'র গঠন, ভিশন, মিশন, অবকাঠামো, জনবল, যাত্রীবাহী ও ফেরি সার্ভিস, রুট ও নৌযানের অবস্থা, আয়-ব্যয় ও সঞ্চয়, গৃহীত প্রকল্প, উল্লেখযোগ্য অর্জন সম্পর্কে অবহিত করেন। তিনি আরও বলেন, ১৯৭২ খ্রি. বিআইডব্লিউটিসি প্রতিষ্ঠিত হয়। অতি প্রাচীনকাল হতে নৌ-পথ একটি সাশ্রয়ী ও নিরাপদ যোগাযোগ ব্যবস্থা। বিআইডব্লিটিসি একটি শায়ত্ত-

স্বাসিত সংস্থা। সেবাধর্মী ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠান আয় করে ব্যয় করে ও বেতন-ভাতা প্রদান এবং সঞ্চয় করে। বিআইডব্লিউটিসি'র কাজ হচ্ছে দেশের নৌপথগুলো সচল রাখা। এই সংস্থায় মোট ১০৬৭টি পদ শূন্য রয়েছে। মোট নৌযানের সংখ্যা ৫৭টি, মেরামতের কারখানা ৪টি এবং নারায়ণগঞ্জে একটি ভাসমান ডক রয়েছে। সংস্থা প্রতি বছর লাভ করছে। বর্তমানে ৬টি জাহাজ নির্মাণ হচ্ছে, মোট ৪৩টি জাহাজ নির্মাণ করা হবে । গত ১০বছরে ৪১টি বাণিজ্যিক জাহাজ, ১২টি সহায়ক নৌ যানসসহ মোট ৫৩টি নৌযান নিমার্ণ করে সর্ভিসে নিয়োজিত করা হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

১২। <u>আলোচ্যসূচি-ক (৭) নৌ-পরিবহন অধিদপ্তর এর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আলোচনা:</u>

১২.১। সভাপতির আহ্বানে নৌ-পরিবহন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ক্যাপ্টেন কে, এম, জসীমউদ্দীন সরকার পেশকৃত কার্যপত্র থেকে তাঁর প্রতিষ্ঠানের চলমান উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসহ সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে কমিটিকে অবহিত করেন এবং মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে তা উপস্থাপন করেন। এ সময় তিনি অধিদপ্তরের পরিচিত, আওতাধীন কার্যলয়সমূহ, ভিশন, মিশন, জনবল সম্পর্কিত কার্যাবলী, অর্জিত সাফল্য, উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, এটি একটি সরকারি রেগুলেটরী সংস্থা। এই সংস্থা সারা দেশের নৌ-পরিবহন সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যালয়ের প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করে থাকে। বর্তমানে এই সংস্থার প্রশাসনিক আওতায় বিভিন্ন জেলায় কাযালয় নব-সৃষ্ট হয়েছে। এই সংস্থায় বিভিন্ন পদে জনবল রয়েছে মোট ৪২৩ জন। তন্মোধ্য ২০১৮ খ্রি. ১৫৬টি পদ নব সৃষ্টিকরা হয়েছে। শূন্য রয়েছে ১৯৬টি পদের। এরপর তিনি সংস্থার উল্লেখযোগ্য অর্জিত সাফল্য ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা পেশকৃত কার্যপত্রে দেয়া আছে বলে জানান।

১৩। মাননীয় সদস্য জনাব এস এম শাহজাদা বলেন, তাঁর নির্বাচনী এলাকার রাঙ্গাবালিয়ার জনগণ অতি দরিদ্র, নিম্নআয়ের মানুষ এবং দুর্যোগ এলাকার বাসিন্দা। এখানে প্রায়ই ঝড়-জলোচ্ছ্বস এবং প্রাকৃর্তিক দুর্যোগ লেগে থাকে। তাঁর এলাকায় একটি সাতটি নদীর মিলনস্থল রয়েছে। এলাকাটি নৌযানের জন্য আরও ঝুঁকিপূর্ণ এবং ভাটার সময় নৌযান চরে আটকে থাকে। ফলে জোয়ারের সময় উক্ত স্থান পাড়ি দিতে প্রতিদিন ১:০০ঘটিকার সময় নৌযান ছাড়তে হয়। না হলে ৪-৫ ঘন্টা চরে নৌযান আটকে থাকে। তাছাড়া উক্ত এলাকায় ঢাকাগামী নৌযান আকারে ছোট, নিম্নমানের এবং যাত্রী অনুযায়ী খুব কম সংখ্যক নৌযান চলাচল করে। ফলে টিকেট পাওয়া খুব কষ্টসাধ্য। অতএব, মাননীয় সদস্যের নির্বাচনী এলাকার দুর্গম ও প্রাকৃতিক অবস্থার কথা মাথায় রেখে উক্ত এলাকায় যাত্রী সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উন্নতমানের, বড় আকারের এবং বেশি সংখ্যক জলযান নিয়োজিত করার জন্য তিনি প্রস্তাব করেন।

১৪। মাননীয় সদস্য জনাব এম আব্দুল লতিফ একাদশ জাতীয় সংসদে পুনর্বার নির্বাচিত হয়ে মাননীয় সভাপতি খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম, বীরউত্তমকে দ্বিতীয়বার নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়

সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি পেয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জানান। তাঁর নেতৃত্বে দিক-নির্দেশনা ও পরামর্শে বিগত দিনের মত এবারও নৌ-সেক্টরে প্রভূত উন্নতি সাধিত হবে। মাননীয় সভাপতির আগমনে ব্যবস্থায়ী মহলের উৎকণ্ঠা ইতোমধ্যে নিরসন হয়েছে। এ সময় তিনি নব-নির্বাচিত এই কমিটির মাননীয় সংসদ সদস্যগণ ও সাবেক মন্ত্রী এবং বর্তমান প্রতিমন্ত্রীকে স্বাগত ও ধন্যবাদ জানান। দেশের প্রতিটি জেলায় ১টি করে মোট ৬৪টি ইকনোমিক-জোন করার সরকারি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হলে নৌযানের সহযোগিতায় বাংলাদেশ একটি উন্নত দেশে পরিণত হবে এবং জাতির পিতা ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

১৫। মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ আবদুস সামাদ বলেন, মাননীয় সভাপতি একাদশ জাতীয় সংসদের নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের দ্বিতীয় মেয়াদে সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় তাঁকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানান। পাশাপাশি সাবেক মাননীয় মন্ত্রী বর্তমান প্রতিমন্ত্রী ও অন্যান্য সদস্যদের ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, গত ৫ বছর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এর নেতৃত্বে মাননীয় সভাপতির সুপারিশে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের অনেক উন্নয়নের কাজ করা হয়েছে। আগামীতেও সে ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে। বিগত দিনে কমিটি ক্ষমতার সাথে সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করেছে। কমিটির সিদ্ধান্ত ও জনগণের মতামত নিয়ে কাজ সম্পাদন করা হবে। এরপর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব গতিশীলতার সাথে সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে পালন করবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

১৬। মাননীয় সদস্য জনাব শাজাহান খান বক্তব্যের প্রথমেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা এবং ভাষাশহীদদের স্মরণ করেন। এরপর মাননীয় সদস্য মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম, বীরউত্তম বীর মুক্তিযোদ্ধা পরপর দুইবার নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় তাঁকে এবং নব-নির্বাচিত সংসদ সদস্য ও বর্তমান নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী জনাব খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরীকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, আগামী ৫ বছর সকলের সাথে একসাথে কাজ করবেন। গত ১০ বছর নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের অভূতপূর্ব উন্নয়ন হয়েছে। এই ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হবে। কারণ বর্তমান সরকার একটি ধারাবাহিক সরকার। "The Port Act" বিল মন্ত্রণালয় পরীক্ষা-নিরিক্ষা করেছে। এটি এখন কেবিনেটে উঠবে। এছাড়া পোর্ট সম্পর্কিত আরও ৩টি আইন কেবিনেটে আসবে। তিনি আরও বলেন, "অপারেশন জেকপট" নামক একটি সিনেমা তৈরী করার সিদ্ধান্ত রয়েছে। এই "অপারেশন জেকপট" সিনেমাটি গুরুত্ব দিয়ে দ্রুত নির্মাণের ব্যাপারে তিনি বর্তমান প্রতিমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এরপর তিনি কোন্ কোন্ শিপ-ইয়ার্ডে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ কয়টি জাহাজ তৈরী হচ্ছে তার একটি তালিকা এবং নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ প্রত্যেক সংস্থার একটি করে জনবলের পরিসংখ্যান কমিটির আগামী বৈঠকে পেশ করার প্রস্তাব করেন।

১৭। মাননীয় সদস্য ও প্রতিমন্ত্রী জনাব খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী, বিগত দশম ও একাদশ জাতীয় সংসদের নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের কমিটির মাননীয় সভাপতি মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম, বীরউত্তম মুক্তিযুদ্ধের বীরত্বগাথা সেক্টর কমান্ডারকে পেয়ে নিজেকে ধন্য বলে উল্লেখ করে তাঁকে স্বাগত এবং শ্রদ্ধা জানান। পাশাপাশি তিনি সাবেক মন্ত্রী জনাব শাজাহান খান এবং নব-নির্বাচিত সদস্যদের ধন্যবাদ জানান। তিনি আরও বলেন, আজকে খুব সুন্দর এবং ফলপ্রসু বৈঠক হয়েছে। এবারই তিনি প্রথম সকল মাননীয় সদস্যদের বৈঠকে উপস্থিত দেখতে পেয়েছেন। শেষে তিনি স্বচ্ছতার সাথে কাজ করবেন। গতিশীল একটি কমিটিতে তিনি কাজ করবেন। তিনি মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন গতিশীল করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। বাংলাদেশের নৌপথের উন্নয়নে এই কমিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

১৮। সভাপতি বলেন, একাদশ জাতীয় সংসদের নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কামিটির অদ্য প্রথম বৈঠক তাই উক্ত মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ১২টি সংস্থার মধ্যে গুরুত্বপূর্ন ৭টি সংস্থাকে একত্রে নিয়ে বৈঠক করেছি। সকল সংস্থার বক্তব্য শুনলাম। আজকে কোনো প্রশ্ন নয়, পরবর্তিতে সংস্থাভিত্তিক বৈঠক করার সময় প্রশ্ন করে তথ্যাদি জেনে নেয়া যাবে। তবে মাননীয় সদস্য জনাব এস এম শাহজাদা তাঁর নির্বাচনী এলাকার সমস্যার চিত্র তুলে যে প্রস্তাব দিলেন সেটি বিবেচনা করা যেতে পারে। এরপর কমিটির দ্বীপ অঞ্চলের মানুষের পারাপারের স্বার্থে গতানুগতিক জলযানের পরিবর্তের পুরাতন 'হুভার-ক্রাফ্‌ট' আনার ব্যাপারে, ভারত-বাংলাদেশ নৌপথ চুক্তি, "Container Ship Owners Association" এর দরখাস্ত এবং বাংলাদেশের বন্দরসমূহের প্রস্তাবিত মাস্টার-প্ল্যান-এর ব্যাপারে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব ও মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পরবর্তিতে কমিটি কর্তৃক নদী খননের নিমিত্ত নদীর তলদেশে জমে থাকা পলিথিন ও আবর্জনা প্রথমে সরানোর জন্য 'ক্রলিং ক্লিনার' আনা ও দশম সংসদে আনীত "The Port Act" অধিকতর পরীক্ষার জন্য কমিটি কর্তৃক ফেরত দেওয়া বিলটি পুনরায় প্রেরণের আহ্বান জানানো হয়। আগামী মার্চ, ২০১৯খ্রি. এর সম্ভাব্য তারিখে কমিটি কর্তৃক চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্প সরেজমিন পরিদর্শনের উল্লেখ করা হয়।

১৯। <u>বিস্তারিত আলোচনান্তে বৈঠকে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত/সুপারিশসমূহ গৃহীত হয় :</u>

(১) দ্বীপ অঞ্চলের মানুষের পারাপারের স্বার্থে গতানুগতিক জলযানের পরিবর্তের পুরাতন 'হুভার-ক্রাফ্‌ট' আনার ব্যাপারে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব ও মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়;

(২) কোন্ কোন্ শিপ-ইয়ার্ডে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ কয়টি জাহাজ তৈরী হচ্ছে তার একটি তালিকা কমিটিতে প্রেরণের সুপারিশ করা হয়; RIslam

(৩) নদী খননের নিমিত্ত নদীর তলদেশে জমে থাকা পলিথিন ও আবর্জনা প্রথমে সরানোর জন্য 'ক্রলিং ক্লিনার' আনার সুপারিশ করা হয়;

(৪) দশম সংসদে আনীত "The Port Act" অধীকতর পরীক্ষার জন্য কমিটি কর্তৃক ফেরত দেওয়া বিলটি পুনরায় প্রেরণের সুপারিশ করা হয়;

(৫) ভারত-বাংলাদেশ নৌ-পথ চুক্তি, "Container Ship Owners Association" এর দরখাস্ত এবং বাংলাদেশের বন্দরসমূহের প্রস্তাবিত মাস্টার-প্ল্যান-এর ব্যাপারে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব ও মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়;

(৬) নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ প্রত্যেক সংস্থার একটি করে জনবলের পরিসংখ্যান কমিটির আগামী বৈঠকে পেশ করার সুপারিশ করা হয়;

(৭) মাননীয় সদস্য জনাব এস এম শাহজাদা তাঁর নির্বাচনী এলাকার দুর্গম ও প্রাকৃর্তিক অবস্থার কথা মাথায় রেখে উক্ত এলাকায় যাত্রী সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উন্নতমানের, বড় আকারের এবং বেশি সংখ্যক জলযান নিয়োজিত করার সুপারিশ করা হয়;

(৮) আগামী মার্চ, ২০১৯খ্রি. এর সম্ভাব্য তারিখে কমিটি কর্তৃক চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্প সরেজমিন পরিদর্শনের সুপারিশ করা হয়।

২০। অতঃপর সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বৈঠকের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম, বীর উত্তম, এমপি
সভাপতি
নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি।